ঈদের আনন্দ

শায়েখ মোহাম্মাদ আল –জিবালি তার বই "আল- আ'ইয়াদ ফিল ইসলাম" ঈদকে সংজ্ঞায়িত করেছেন "একত্রিত হওয়ার একটি দিন" বলে "আদা" (ফিরে এসেছিল) থেকে, কারন মানুষ পর্যায়ক্রমে ফিরে আসে। কিছু বিজ্ঞলোক বলেছেন যে এটি আদাহ (প্রথা বা অনুশীলন; বহুবচন আ'ইয়াদ) থেকে এসেছে কারন মুসলিমরা এটা উদযাপন করতে অভ্যস্ত। **লিসান-উল-আরাব'এর মতেঃ "এই উৎসবকে ঈদ বলা হয় কারন এটি প্রতি বছর নতুন নতুন খুশি নিয়ে ফিরে আসে। "**

রোজার পরে আমরা আনন্দিত হই, হই উল্লাসিত কারন আমরা আমাদের রবের দেওয়া কর্তব্য পালন করতে পেরেছি এবং তাঁর আনুগত্য করতে পেরেছি। আমাদের মধ্যে সাফল্যের একটা চেতনা আসে এই ভেবে যে আমরা আমাদের দৈহিক আকাংখাগুলোর উপরে আল্লাহ্‌র দেয়া প্রাধান্যকে বিজয়ী করতে পেরেছি। এই দেখতে না পাওয়া আনন্দগুলির সাথে আরো যোগ হয় আল্লাহ্‌র হুকুমে না খেয়ে, না পান করে থাকার আনন্দ।

একজন রোজাদার ব্যাক্তির সীমাহীন আনন্দ প্রকাশ পাবে সেদিন যেদিন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে এবং যেদিন দেখতে পাবে যে একজন রোজাদারের জন্য আল্লাহ কত পুরুষ্কার

জমিয়ে রেখেছেন। এই দুনিয়ায় আমরা আনন্দিত হই এই জেনে যে রমজান মাস হচ্ছে ক্ষমা পাওয়ার মাস এবং প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ পাওয়ার মাস। আমরা মনে প্রানে আশা করি যে আল্লাহ আমাদের মাফ করে দিবেন এবং আমাদের শক্তি দিবেন যে আমরা সব ধরনের গুনাহ এড়িয়ে চলতে পারবো। আমাদের এই পরিবর্তন আল্লাহকে যেন খুশি করে আমরা মুসিলিমরা সেই প্রত্যাশাই করি।

রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যে অনুতপ্ত হয় তার উপর আল্লাহ্‌ সেই ব্যাক্তির থেকেও বেশি খুশি হন যে তার খাবার এবং পানীয় সহ যুদ্ধে ব্যাবহৃত তেজী ঘোড়া একটি বিরান মরুভূমিতে হারিয়ে ফেলে এবং প্রচন্ড গরমে সে পিপাসার্থ হয়ে ঐ জায়গায়-ই ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুম থেকে উঠে দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার হারিয়ে ফেলা খাবার ,পানিয় এবং ঘোড়া ,তখন সে আবেগে আপ্লূত হয়ে বলে ফেলে যেঃ ও আল্লাহ! আমি আপনার প্রভু এবং আপনি আমার বান্দা।"[মুসলিম]

মানুষের অভিজ্ঞতায় আনন্দ উল্লাস হচ্ছে একটি প্রাকৃতিক আবেগঘন অবস্থান। হাসি আনন্দ আমাদের কাজে উৎসাহ বাড়ায় এবং কার্যক্ষম বানায়, এবং আমরা আমাদের জীবনটাকে উপভোগ করতে পারি। হাসি খুশি মন মনের স্বস্তি বাড়ায় আর মনে স্বস্তি থাকলে আমরা বেশি করে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি এবং আমাদেরকে তার দেওয়া রহমতের বেশি বেশি শুকরিয়া করতে পারি।

আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যেন কিছু চমৎকার উপায়ে আমাদের জীবনটাকে উপভোগ করি। মাত্রাতিরিক্ত অহেতুক কার্যক্রম, অনুপযুক্ত উপায় শুধুমাত্র আমাদের দুংখ, ভয় এবং লজ্জাই এনে দিতে পারে। সুখ এমন কোন জিনিষ নয় যে তা পেতে হলে আমাদেরকে 'সীমার' বাইরে কিছু করতে হবে। বরং সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার হচ্ছে ইসলামের শিক্ষার সাথে যে সব আনন্দ ও সুখ যত বেশী সম্পৃক্ত সেই সব আনন্দ ও সুখ ততবেশী স্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী আমাদের জীবনে।

আনন্দ উৎসব মানুষের সহজাত স্বভাব। আর তাই আয়শা (রাঃ) ঈদের আনন্দ উপভোগ করেছেন, ঈদের দিনে রসূল (সাঃ)-এর সাথে মসজিদে ইথিওপীইয়ানদের মল্ল-যুদ্ধ ও দৈহিক কসরত দেখেছেন। রসূল-ও (সাঃ) সাথে করে আয়শাকে (রাঃ) নিয়ে গিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন আর আয়শা (রাঃ) নিশ্চিন্তে খেলা উপভোগ করতেন। [বুখারি এবং মুসলিম]

ঈদের দিনে সব বয়সের পুরুষ মহিলারা একসাথে জামাতে ঈদের নামাজ পড়তে যাওয়া উচিৎ। মুসলিমদেরকে দু'টি ঈদেই দান-খয়রাত (সাদাকা) করতে বলা হয়েছে। দরিদ্র মানুষগুলো এই সাদাকা পেলে ঈদের উৎসব করতে পারে এবং এই ঈদ উপভোগ একে অন্যের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে পারে। [বুখারি]

ঈদ আমাদের ঐতিহ্য জোরদার করে এবং আমাদের মধ্যে সামাজিক সংহতি গড়ে তুলে। আমরা যারা সমাজের সদস্য আমাদের মধ্যে বেশি পরিমান পার্থিব জীবনের চিন্তা চেতনায় বৈষম্য থাকলে ঈদের এই আনন্দ একসাথে মিলেমিশে করা সম্ভব নয়। ঈদের আনন্দ একসাথে উপভোগ করতে আমাদের থাকতে হবে একে অন্যের প্রতি সহমর্মিতা, ভালবাসা এবং অন্যের দুংখ কষ্ট বোঝার অনুভূতি। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন।

ঈদকে উপলক্ষ করে আমাদের উচিৎ একে অন্যকে ক্ষমা করে দেওয়া, একজন আরেকজনের সাথে দেখা করা এবং পুরনো বন্ধুত্বকে জাগিয়ে তুলে আলোকিত করা। প্রতিবেশিদের মধ্যে বিরোধ এক পাশে ফেলে রেখে হাসিমুখে প্রতিবেশিদের ঘরগুলো ঘুরে আসতে হবে, স্বামী স্ত্রীর মাঝে বহুদিনের বিরোধ কোলাকুলির মাধ্যমে শেষ করতে । ঈদ হচ্ছে কাছে আসার সময়, পরিবারে ফেরার সময়, খেলাধুলা করার সময়, এবং ভালো একটা সময় কাটানোর সময়। ঈদের আনন্দ হচ্ছে এমন এক আনন্দ যে আনন্দ করলে আমরা পুরুষ্কৃত হবো। ঈদ একটি প্রশংসনীয় আনন্দের কাজ।

মুসলিমদের জানা থাকতে হবে যে উল্লাস মানেই উশৃঙ্খলতা নয় আর না কোন নিন্দনীয় উপায়ে আনন্দ করা। দুটি কারনে এ ধরনের অপ্রত্যাশিত উপায় ঘটে থাকে। প্রথমটি হচ্ছে অবশ্যই আল্লাহ্‌র বারণ করা উপায়ে আনন্দ করা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সীমা লঙঘন করা। যে কোন

আনন্দ উৎসবে সীমালংঘন করা মানেই এ আনন্দকে হঠাৎ করে কোন এক দুঃখের মধ্যে নিমজ্জিত করা। এটা এই জন্য যে, যার স্বভাব বাড়াবাড়ি করা সে যেমন আনন্দ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ঠিক তেমনি দুঃখ নিয়েও বাড়াবাড়ি করে, কারন তাদের হৃদয় খুব দ্রুত পাল্টে যায় এদিক সেদিক।

আমাদের অনেকে আবার আরেক ধরনের সীমালংঘন করে থাকি কিছু হালাল বিষয় নিয়ে। যদিও কাজটা ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল কিন্ত আমাদের হালাল বিষয়টি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক সময় তা বাড়াবাড়ি অর্থাৎ ইসলামি শিক্ষার বিপরীতে গিয়ে পড়ে। আর এ ধরনের সীমালংঘন ঘটে তখনই যখন আমরা আমাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। আল্লাহ আমদের তাঁর পছন্দের জীবন গড়বার তৌফিক দিন।

সুত্রঃ "Celebrate the Eid" - Salman al-Oadah / "How did the Prophet & his companions celebrate Eid?" - Rahla Khan